সার্ভিস সেক্টর ঃ অর্থনৈতিক মুক্তির চাবিকাঠি

॥ মোঃ আবদুল কাদের ॥

এ পৃথিবীতে প্রত্যেকেই কিছু না কিছু মেধা নিয়ে জন্মায়। আর তাই যে কেউ-ই আন্তরিক প্রচেষ্টায় কোন না কোন বিষয়ে উৎকর্ষতা দেখাতে পারে। যেমন কেউ বিজ্ঞানে, কেউ সাহিত্যে কেউবা শিল্পকর্মে, কেউ ব্যবসায় আবার কেউ হয়তো কৃষি কাজে বা কুটির শিল্পে। সকল কাজে পারদর্শিতা দেখানোর ঘটনা বিরল। বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য। কোকাকোলা কোম্পানী হাল্কা পানীয় তৈরীতে পারদর্শী। আইবিএম বা এ্যাপল কমপিউটারে, জেনারেল ইলেক্ট্রিক বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম তৈরিতে। কোন কোম্পানীই সকল ধরনের পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতে সাফল্য লাভ করতে পারে না।

ঠিক একইভাবে বিভিন্ন দেশ বা জাতিও কোন না কোন পণ্য তৈরিতে চমৎকার পারদর্শিতা দেখায়। জাপান ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী ও গাড়ী তৈরিতে, যুক্তরাষ্ট্র সমরাস্ত্র ও উড়োজাহাজ তৈরিতে, কোরিয়া, তাইওয়ান জুতা তৈরিতে, সুইজারল্যাণ্ড ঘড়ি তৈরিতে পারদর্শী। বর্তমানের অত্যন্ত প্রতিযোগিতাপূর্ণ বিশ্ব বাজারে প্রত্যেক জাতিই টিকে থাকার জন্য কোন না কোন কিছু প্রতিযোগিতামূলক দরে ও মানে অফার করে থাকে।

অনেক দেশ তাদের প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগায়। যেমন ব্রাজিল ও মালয়েশিয়া তাদের বনজ সম্পদকে, আরব দেশগুলো তেল সম্পদকে। ভারত প্রাকৃতিক হীরা আমদানী করে তা সস্তা শ্রম লাগিয়ে পলিশ করে রপ্তানী করে। আর ইংরেজরা শিক্ষা সার্ভিস দিয়ে আয় করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা।

বিশ্বব্যাপী এই প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য, বিশ্ববাজারের কিছুটা অংশ পাবার জন্য, প্রত্যেক জাতিই তাদের সাধ্যমত কোন পণ্য বিক্রি করে বা কোন না কোন কিছুতে পারদর্শিতা অর্জন করে তার সার্ভিস বিক্রি করে। বিশেষ করে যে জিনিষটিতে তারা তুলনামূলকভাবে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকে। প্রত্যেক দেশ ও জাতিরই প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য এটা করতে হয়। কারণ, এর অন্য কোন বিকল্প নেই। এককালে এ দেশ থেকে সারা দুনিয়াতে মসলিন ও পাট রপ্তানী হত। কালের আবর্তে বস্ত্র শিল্পের উন্নতির ফলে ও ইংরেজদের চক্রান্তে মসলিন মার খেল। আর কৃত্রিম আঁশ উদ্ভাবনের পর বর্তমানে মার খাচ্ছে আমাদের 'সোনালী আঁশ'।

কিন্তু এরপর আমাদের টিকে থাকার জন্য কি নিয়ে এগুতে হবে তা কি আমরা চিন্তা করছি ? আমরা কেমন করে বিশ্ব বাণিজ্যে আমাদের অংশ গ্রহণ ও অবস্থান দৃঢ় করতে পারবো সে সম্পর্কে কি কোন পরিকল্পনা তৈরি হচ্ছে ? বিশ্ব বাণিজ্য প্রতিযোগিতায় আমাদের তুলনামূলকভাবে সুবিধাজনক কাজ কোনটি হতে পারে তা কি আমাদের রাজনীতিবিদ ও নীতি নির্ধারকরা ভেবে দেখছেন ? সম্ভবতঃ এ নিয়ে ভাববার তাদের সময়, দায়িত্ব বা প্রয়োজন নেই। কিন্তু কমপিউটার জগৎ গত কয়েকমাস ধরে দেশের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও ব্যক্তিবর্গের এ সম্পর্কে সুচিন্তিত মতামত ও সাক্ষাৎকার প্রকাশ করে আসছে। গত সংখ্যার দুটি প্রচ্ছদ প্রতিবেদনেও দেশের সম্ভাবনাময় ডাটা এন্ট্রি শিল্প ও সফ্‌টওয়্যার তৈরির দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলবার যে প্রস্তাবনা রাখা হয়েছিল তাতে দেশের সচেতন বুদ্ধিজীবী ও বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে আশাতীত সমর্থন ও সাড়া পাওয়া যায়। তাই অন্যান্য পত্র-পত্রিকা মারফত এ সার্ভিস সেক্টরটির প্রতি দেশের সর্ব সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়াসে কমপিউটার জগৎ পত্রিকার পক্ষ থেকে একটি সাংবাদিক সম্মেলন ডাকা হয়। এতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বুয়েটের কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষকসহ দেশের কয়েকজন বরেণ্য বিজ্ঞানী ও ব্যক্তিত্ব এ দেশে ব্যাপক ভিত্তিক কমপিউটার প্রচলনের আহ্বানসহ ডাটা এন্ট্রি শিল্প গড়ে তোলার পক্ষে মত দেন। (তাদের বক্তব্যসমূহ এ প্রবন্ধের অন্যত্র লিপিবদ্ধ করা হলএবং বিভিন্ন পত্রিকায় এ সম্পর্কে প্রকাশিত খবরাখবর আগামী সংখ্যায় ছাপা হবে)।

এ দেশের একটা সম্ভাবনাময় সেক্টর দুর্ভাগ্যজনকভাবে দীর্ঘ দিন যাবৎ অবহেলিত রয়ে গেছে। এটি হচ্ছে সেবা বা সার্ভিস সেক্টর। GATT-এর হিসেব মতে সারা বিশ্বের সকল বাণিজ্যের প্রায় ছয় ভাগের এক ভাগই হচ্ছে এই সেক্টরটি। টাকার অংকে এটা দাঁড়ায় ২২,০০,০০০ কোটি টাকা। যে কোন সার্ভিসেই প্রধান উপাদান হচ্ছে মানব সম্পদ। আর এদিক দিয়ে চিন্তা করলে আমরাতো বেশ সুবিধাজনক অবস্থানেই আছি। সারা পৃথিবীতে সবচেয়ে কম পারিশ্রমিকে এখানে কাজ করানো যায়। পৌনে দুইকোটি বেকারের এই দেশটিতে ৮০ লক্ষেরও বেশি শিক্ষিত বেকার রয়েছে। দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার খবর অনুযায়ী ১৪০০ টাকা বেতনের কেরানীর চাকরির একটি পদের জন্য দরখাস্ত পড়েছিল সত্তর হাজার। এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারীদের সংখ্যাই ছিল বেশি। উচ্চ শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাই এদেশে লক্ষ লক্ষ। বাংলাদেশ কর্ম কমিশনও এ ব্যাপারে উদ্বেগ ও আশংকা ব্যক্ত করেছে। যাদের মেধা ও শক্তি দেশের অর্থনৈতিক চেহারা পাল্টে দিতে পারে তাদেরকে বেকার রেখে করা হচ্ছে অথর্ব, পঙ্গু, কর্মহীন। এদের মেধা ও শ্রমকে কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যথোচিত ব্যবহার করে আমরা দারিদ্র ও হতাশাকে দূর করে একটি সুন্দর, সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে পারি। এ সেক্টরে প্রবেশ করে বিশ্ব বাণিজ্য বাজারের এক ক্ষুদ্র অংশকে বাগিয়ে নিয়ে আমরা আমাদের মসলিন যুগের হারানো অবস্থানকে ফিরে পেতে পারি।

এর ক্ষুদ্র প্রয়াস চলছে রপ্তানীমুখী পোষাক শিল্পে। আসলে এ শিল্প মাধ্যমে আমরা পণ্য রপ্তানী করছি না। এতে রপ্তানীর পণ্য সামগ্রীর প্রায় পুরোটাই আমাদের বৈদেশিক মুদ্রায় আমদানী করতে হয় বিভিন্ন দেশ থেকে। আমরা শুধু শ্রম দিয়ে টেইলারিং বা দর্জি কাজের সার্ভিস দিচ্ছি। আর এই সার্ভিস বিক্রি করেই আমাদের রপ্তানী আয়ের এক নম্বর উৎস হতে চলছে এই শিল্পটি। কর্মসংস্থান হচ্ছে হাজার হাজার পুরুষ ও মহিলার।

ঠিক এমনিভাবে কমপিউটার ভিত্তিক আর একটি বিরাট সম্ভাবনাময় সার্ভিস শিল্প গড়ে উঠতে পারে আমাদের এ দেশে, তা হচ্ছে ডাটা এন্ট্রি শিল্প। এর জন্য প্রয়োজনীয় মেধা, শিক্ষা, প্রযুক্তিগত জ্ঞান লোকবল সবই আমাদের দেশে আছে। আমরা অনায়াসেই এখানে ডাটা এন্ট্রি শিল্প গড়ে তুলতে পারি। উন্নত বিশ্বে প্রায় সব ধরনের কাজেই কমপিউটার ব্যবহার হচ্ছে। সেখানে বড় বড় কোম্পানীর বিপুল পরিমাণ তথ্যরাজি (ডাটা) কী-বোর্ডের মাধ্যমে কমপিউটারে ঢুকানোর (এন্ট্রি) জন্য প্রচুর অপারেটর দরকার। কিন্তু সে সমস্ত দেশে মজুরী অত্যন্ত বেশি। বাংলাদেশের তুলনায় ১০ থেকে ১৫ গুণ। তাই তাদের এ কাজগুলো এখানে খুব কম খরচেই করা সম্ভব। একইভাবে প্রকাশনার হরফ বিন্যাসের কাজও (কম্পোজ) এখানে করা যেতে পারে। কাজ শেষ হয়ে গেলে ডিস্ক বা টেপে ধারণ করে তা কুরিয়ার সার্ভিসে অর্ডারদাতাকে পাঠানো যেতে পারে বা মডেমের মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ ব্যবহার করে সরাসরি তাদের কমপিউটারে পাঠানো যায়।

এ ছাড়া ইঞ্জিনিয়ারিং একাউন্টেন্ট বা আইন বিষয়ক উপদেশনার কাজও এখানে করে ফ্যাক্স বা কুরিয়ার মারফত আমরা অর্ডারদাতার দেশে পাঠিয়ে দিতে পারি।

প্রাথমিকভাবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে এ শিল্পের অর্ডার পাবার জন্য একজন যেভাবে এগুতে পারেন তাহলো—

১। যে সমস্ত দেশে মজুরি বেশি (যেমন আমেরিকা, জাপান বা অন্যান্য উন্নত দেশ) সেখানে কোন আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব বা কারো সাথে ব্যবসায়িক যোগাযোগ থাকলে বায়ার বা ক্রেতাকে তাদের মারফত বোঝাতে হবে যে আমরা বাংলাদেশে এ সমস্ত কাজ স্বল্প মূল্যে সময়মত করে দিতে পারি। এ সমস্ত কাজ পাবার জন্য প্রাথমিক শর্ত হলো অর্ডারদাতা বা 'বায়ার'-এর কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করানো। তারা যেন বুঝতে পারেন এ

কাজগুলো এখানে ভালভাবে, সময়মত এবং কমমূল্যে করে দেয়া সম্ভব।

২। উন্নত দেশের বড় বড় কোম্পানীতে এ দেশের যারা ভালোভালো পদে চাকুরীরত আছেন তারা সহজেই স্ব স্ব কোম্পানীকে বুঝিয়ে তাদের কাজগুলো এদেশের করানোর ব্যবস্থা করতে পারেন। এ কাজগুলো করানোর জন্য ঐ সমস্ত কোম্পানী নিজেরাও এখানে তাদের শাখা অফিস খুলতে পারেন।

৩। এ দেশের ব্যবসায়ী বিশেষ করে রপ্তানীমুখী পোষাক শিল্পের সাথে যারা সংশ্লিষ্ট তারা তাদের 'ক্রেতা' বা 'প্রিন্সিপাল'কে সহজেই বিশ্বাস অর্জন করাতে পারেন। কারণ এ ব্যাপারে তারা এর মধ্যেই অবগত হয়েছেন যে বাংলাদেশে অনেক সস্তায় শ্রম পাওয়া যায়। (কমপিউটার জগৎ-এর গত সংখ্যায় ডাটা এন্ট্রি বিষয়ক প্রতিবেদন পড়ে যারা বিদেশ থেকে এ ধরনের কাজ আনার চুক্তি করতে চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছেন তাদের মধ্যে ১০/১২ জনই রপ্তানীমুখী পোষাক শিল্পের সাথে জড়িত)।

৪। বাংলাদেশে অবস্থিত এনজিওসমূহ এবং বিদেশী উপদেশনা (consulting) প্রতিষ্ঠানসমূহ এ ব্যাপারে বিদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ বা সমন্বয় সাধন করতে পারেন।

৫। উন্নত বিশ্বে অবস্থিত বাংলাদেশের মিশনসমূহ মাঝে মাঝে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে ওখানকার ক্রেতাদের এবং ডাটা এন্ট্রি মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান (ডাটা ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস) বা এজেন্টদের এ ব্যাপারে অবহিত করতে পারেন। রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো বিদেশে মাঝে মাঝে যে সমস্ত মেলায় অংশ গ্রহণ করে তাতে এ ধরনের কাজ বাংলাদেশে সস্তায় করানো যায় তা দেখানোর জন্য একটি স্টল রাখতে পারেন এবং মেলা উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তিকায় এ সম্পর্কে ক্রেতাদের অবহিত করতে পারেন।

ক্রেতা বা এজেন্টগণ এখানে কাজ করাতে আগ্রহী হলে পরবর্তী পর্যায়ে কাজের পরিমাণ ও ধরন অনুযায়ী এখানে অতি অল্প সময়ে, প্রয়োজনে কয়েক ঘন্টার মধ্যে কমপিউটার স্থাপন করে কাজ শুরু করা যায়। এর জন্য প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার সাধারণতঃ অর্ডারদাতা কোম্পানীই সরবরাহ করে থাকে। আর এ কাজের জন্য সাধারণতঃ যে ধরনের কমপিউটার দরকার তা এখানকার কমপিউটার বিক্রেতাদের কাছেই পাওয়া যায়। এখানে কাজ শেষ হবার পর টেপ, ডিস্ক বা ফ্যাক্সে তা পাঠাতে হলে তেমন কোন সমস্যা নেই। তবে টেলিযোগাযোগ মারফত সরাসরি ক্রেতার কমপিউটারে পাঠাতে চাইলে টি এণ্ড টি বোর্ডের সাথে চুক্তি করা বাঞ্ছনীয়।

কাজের পরিমাণ বিপুল হলে কৃত্রিম উপগ্রহের মারফত তথ্য আদান প্রদানের জন্য একটি চ্যানেল একান্তভাবে (dedicated) নিজের জন্য ভাড়া নেয়া যেতে পারে অথবা সরকার অনুমোদন দিলে অন্যান্য দেশের মত নিজ খরচে ছোট আকারের গ্রাউণ্ড স্টেশন স্থাপন করে তা নির্বিঘ্নে সর্বক্ষণ ব্যবহার করা যেতে পারে। সস্তায় শ্রম পাবার জন্য,

(পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন)

কমপিউটার জগৎ আহুত সাংবাদিক সম্মেলন

কমপিউটার জগৎ আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন দেশের কমপিউটার বিজ্ঞানী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। তার মধ্যে নীচের বক্তব্য দুটো লিখিত আকারে পাওয়ায় এখানে ছাপা গেল। অন্যান্যদের বক্তব্য লিখিত না পাওয়ায় ছাপা সম্ভব হল না বলে আমরা দুঃখিত। তবে তাঁদের উপস্থাপনা পরদিনের দৈনিক পত্রিকায় বিস্তারিত ছাপা হয়। যা আগামী সংখ্যায় ছাপা হবে। - স. ক. জ.

বাংলাদেশে যে লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত যুবক বেকার অবস্থায় আছে তাদের কর্মসংস্থানের অন্যতম প্রধান উপায় হল কমপিউটার সংক্রান্ত পেশায় নিয়োগ করা। এই পেশায় বিভিন্ন ধরনের লোকবল প্রয়োজন তার মধ্যে আছে এনালিস্ট প্রোগ্রামার, অপারেটর ও ডাটা এন্ট্রি সহকারী। এই সব পেশায় আগামী কয়েক বৎসর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে উন্নত দেশগুলিতে প্রচুর জনবলের চাহিদা আছে। সুতরাং উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানীর বিরাট সুযোগ বাংলাদেশের আছে। তবে এর চেয়েও সহজ উপায় হল দেশে বসেই তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত উপরোক্ত সেবাগুলি প্রদান করা। বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক বাজারের তুলনায় মজুরীর হার খুবই কম। এমনকি আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় আমরা অত্যন্ত অল্প মজুরীতে কাজগুলি করাতে পারি। তবে এর জন্য দক্ষ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন আছে।

প্রথমতঃ আমরা যে সফটওয়্যার develop করতে পারি এটা আমদানীকারকদের জানাতে হবে।

স্বভাবতঃই প্রথমে তারা আমাদের বড় ধরনের কাজ দেবে না—কারণ তারা বাংলাদেশীদের দক্ষতার প্রমাণ দেখতে চাবে। আমরা যে কমপিউটার ব্যবহার করতে জানি এটারও তারা প্রমাণ চাবে। এর জন্য আমাদের শুরু করতে হবে ডাটা এন্ট্রি দিয়ে। প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে হয়ত অটোমেটেড ডাটা এন্ট্রি পদ্ধতি বাজারে আসবে কিন্তু তারপরও ম্যানুয়েল ডাটা এন্ট্রি-র প্রয়োজন থেকে যাবে। এটা শুধু alpha numeric ডাটাতে সীমাবদ্ধ থাকবে না আমার ধারণা digitizer এর মাধ্যমে মানচিত্র থেকে ডাটা এন্ট্রি (যা এখনও labour-intensive)-র প্রয়োজনও বাড়বে।

এই ডাটা এন্ট্রিতে দক্ষতা অর্জন করতে খুব দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই। টাইপিং এ দক্ষতা অর্জনের জন্য যে ধরনের প্রশিক্ষণ লাগে মোটামুটি সে ধরনের হলেই হয়। একবার ডাটা এন্ট্রি করে আমরা ক্রেতার আস্থা অর্জন করতে পারলে আমরা দ্বিতীয় স্তর Program Conversion--অর্থাৎ এক সিস্টেম থেকে অন্য সিস্টেমে মাইগ্রেশনের জন্য একটা চালু প্রোগ্রামের রদবদল করার কাজ নিতে পারি ও তারপর সরাসরি নতুন software development এর কাজ নিতে পারি। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে উপরের কাজগুলি খুবই ছোট আকারে অল্প সংখ্যক বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান করছে। কিন্তু এদেশের potential-এর খুব নগন্য অংশই এতে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বাংলাদেশ সরকারের প্রধান করণীয় পদক্ষেপের মধ্যে আছে ঃ

১। উপাত্ত আমদানী ও রপ্তানী সংক্রান্ত নিয়মাবলী পরিবর্তন করে বিনিয়োগকারীদের সহায়তা করা. (মূলতঃ পদক্ষেপ নিবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো ও বাংলাদেশ দূতাবাস সমূহ)।

২। ডাটা কমিউনিকেশন সুযোগ সুবিধা সহজলভ্য করা (টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ বোর্ড)।

৩। বিনিয়োগকারীদের উৎসাহ প্রদানের জন্য সহজশর্তে ব্যাংক লোনের ব্যবস্থা করা। বাংলাদেশব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক, শিল্প ব্যাংক)।

ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরী
অধ্যাপক, বুয়েট

প্রথমেই কমপিউটার জগৎ কে ধন্যবাদ জানাই বাংলাদেশের প্রথম কমপিউটার বিষয়ক প্রেস কনফারেন্স করার জন্য। এ ধরনের উদ্যোগ সংশ্লিষ্টদের আরো আগেই নেয়া দরকার ছিল। সে দিনের প্রেস কনফারেন্সে যে বিষয়টি প্রধানতঃ আলোচিত হয়েছে সে ব্যাপারে আমার কিছু ব্যক্তিগত মতামত এখানে ব্যক্ত করছি। আশা করি ডাটা এন্ট্রি শিল্প গড়ার প্রারম্ভে আমার প্রস্তাবনা বিবেচনার মধ্যে রাখা হবে।

এটা অবশ্যই স্বীকার্য যে, এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আজ ডাটা এন্ট্রি শিল্প গড়ে তোলা একান্ত কর্তব্য। প্রায় ১ কোটি শিক্ষিত বেকারের দেশে একমাত্র ডাটা এন্ট্রির মাধ্যমেই বেকার সমস্যার সমাধান সম্ভব। বিষয়টি আরো গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, দেশের বেকারদের সিংহভাগই হচ্ছে এস এস সি ও এইচ এস সি মানের এবং ননটেকনিক্যাল। এরা দেশের ভেতরে কোন কাজ পাচ্ছে না, আবার বিদেশে যেতে হলে যে ধরনের টাকা-পয়সা দরকার তাও তাদের নেই। এদেরকে ডাটা এন্ট্রির মাধ্যমে কাজে নিয়োজিত করা যায়। কারণ, এরা যদি কোন কাজে না লেগে বেকার থাকে তাহলে দেশের ভেতরে ছোট-খাট অপরাধমূলক কাজে জড়িত হয়ে পড়বে। এর ফলে এই বিপুল জনশক্তি আমাদের জনভীতিতে পরিণত হবে। তাছাড়াও কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীরা যদি অবসরে এই কাজে শ্রম দেয় তবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সম্প্রতি যে সন্ত্রাস চলছে সেগুলোও বন্ধ হয়ে যাবে। এ ছাড়া দেশের মহিলারাও এ কাজ করতে পারবে— যেমন গার্মেন্টিস-এ করছে।

এ বিষয়ে ২১শে অক্টোবর '৯১ তারিখে জাতীয় প্রেসক্লাবে আমি বলতে চেয়েছি যে, ১৯৮৭ সালে ডাটা এন্ট্রির কাজে বিশ্ব যখন উন্নতির চরমে, তখন আমরা সেটা ধরতে ব্যর্থ হই। তখন বাংলাদেশ রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো ১৯৮৭ সালে গঠন করে "ডাটা এন্ট্রি এক্সপোর্ট সাব কমিটি। এর চেয়ারম্যান ছিলেন তৎকালীন এনসিবি-র মেম্বার সেক্রেটারী জনাব রুহুল আমীন সিদ্দিকী। তখন ঠিক করা হয় যে,

(পরবর্তী পৃষ্ঠায় ১নং কলাম)

রাজনৈতিক অস্থিরতা থেকে দূরে, নিবিঘ্নে কাজ করে সময়মত ডেলিভারি দেয়ার জন্য ঢাকার কেন্দ্র থেকে কিছুটা দূরে যেমন, মীরপুর বা উত্তরায় কিছু এলাকা সরকার রপ্তানী প্রক্রিয়া অঞ্চলের মত ঘোষণা দিতে পারেন। সেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহের নিশ্চয়তাসহ টেলি-কমিউনিকেশনের সুযোগ সুবিধা (প্রয়োজন হলে গ্রাউণ্ড স্টেশনসহ) দিলে অল্প কিছু দিনের মধ্যে এ শিল্পের আয় এদেশের পোষাক শিল্পের আয়কে ছাড়িয়ে যাবে। এতে কোন সন্দেহ নেই।

অবশ্য জনগণ সোচ্চার না হলে, রাজনীতিবিদ ও নীতি নির্ধারকদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে উৎসাহ ও বোধ না তৈরি হলে এ বিষয়ে সরকারের সহযোগিতার সম্ভাবনা ক্ষীণ।

তবে আশার কথা এ শিল্পে সরকারের কোন রকমের সাহায্য সহযোগিতা ছাড়াই অত্যন্ত কম পুঁজিতেও কাজ শুরু করা সম্ভব। যেমন একজন আইনজীবীর উপদেশনা বা প্রকাশনার হরফ বিন্যাসের (compose) কাজের জন্য একটা সাধারণ বিশ-পঁচিশ হাজার টাকার কমপিউটার দিয়েও শুরু করা যেতে পারে। কম্পোজের কাজের জন্য নমুনা লেসার প্রিন্ট-এর দরকার হলে স্বল্প চার্জের বিনিময়ে তা যে কোন ডিটিপি প্রতিষ্ঠান থেকে করানো যায়। এ কাজগুলো ফ্লপি ডিস্কে ধারণ করে কুরিয়ার সার্ভিসে ক্রেতার কাছে পাঠানো যায়। কিন্তু বড় বড় কোম্পানীর কাজ করতে হলে বিনিয়োগের পরিমাণ কাজের অনুপাতে বেড়ে যাবে।

তবে সর্বক্ষেত্রেই বিনিয়োগের পর আয় তুলনামূলকভাবে অন্য শিল্পের চেয়ে অনেক অনেক বেশি এবং শুধু সার্ভিস বা সেবা রপ্তানী হয় বলে এক্ষেত্রে লোকসানের সম্ভাবনাও নেই বললেই চলে। কাজের ধরনের উপর নির্ভর করে বিনিয়োগকৃত মূলধন কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাসের মধ্যেও (উপদেশনা প্রকাশনার ক্ষেত্রে আরও কম সময়ে) উঠে আসতে পারে। কোন ক্ষেত্রেই বৈদেশিক মুদ্রার কোন দরকার পড়ে না।

এ কাজের বিনিময়ে বৈধভাবে বৈদেশিক মুদ্রা পাবার জন্য ব্যাঙ্কে এলসির মাধ্যমেই লেনদেন করা উচিৎ। তবে এখানে যেহেতু এ সম্পর্কে পদ্ধতিগত জটিলতা রয়েছে তাই যারা কাজ করছেন তারা প্রায় সবাই ব্যাংক বা সরকারী প্রতিষ্ঠানকে এড়িয়ে করছেন। বৈদেশিক মুদ্রা আসছে হুণ্ডির মারফত বা জমা থাকছে বিদেশী ব্যাংকে একাউন্টে। এ সেক্টরে সৎ উপায়ে সহজভাবে কি করে বৈদেশিক মুদ্রা আনা যায় তা নিয়ে সরকার বা সরকারী কর্ম-কর্তাদের কোন মাথা ব্যথা নেই। কারণ এদেশে আমলারা সে কাজটিই ভালভাবে করেন এবং বোঝেন যাতে তারা তাদের 'নিয়ন্ত্রণ' প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। এ শিল্পে সরকারী নিয়ন্ত্রণ সহজসাধ্য নয়। একটি ডিস্কে ডাটা এন্ট্রি করে পাঠানো যায় আবার তাতে তার থেকে অনেকগুণ বেশি মূল্যের সফটওয়্যার বা উপদেশনার কাজও পাঠানো যেতে পারে। এটা সাধারণ টেলিফোন লাইনের মারফত সরাসরি ক্রেতার কমপিউটারে বা ফ্যাক্সেও পাঠানো যেতে পারে। এর যে কোনটিতেই সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

আর একটি ফ্যাক্টরও এখানে কাজ করে, আমাদের এখানে সকল আইন-কানুন, সমীক্ষা, প্রস্তাবনা সবই পণ্য রপ্তানী বাড়ানোর জন্য পক্ষপাত দুষ্ট। অথচ পণ্য রপ্তানীতে বেশির ভাগ অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রাই ব্যয় হয় অন্যদেশ থেকে কাঁচামাল আমদানীতে অথবা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এ রপ্তানীতে দেশে পণ্যের সরবরাহ কমে যাবার ফলে দেশবাসীকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বা মুদ্রাস্ফীতির বোঝা টানতে হয়। কিন্তু আমাদের দেশের অভিজ্ঞ কর্মকর্তা ও নীতি নির্ধারকগণ পণ্য রপ্তানী ছাড়া বোধগম্য কারণে তেমন কিছু বোঝেন না, বুঝতেও চান না। তাই লক্ষ লক্ষ বেকারের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির সম্ভাবনাই হোক বা অফুরান বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের উৎসই হোক। তাই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই সুফলকে জনগণ ও দেশের কাজে লাগাতে সচেতন জনগণকেই এগিয়ে আসতে হবে।

তবে, সম্প্রতি ম্যানিলায় জাতিসংঘ আয়োজিত আঞ্চলিক সম্মেলনে যেমনটি বলা হয়েছে, সরকার এবং নীতি নির্ধারকদের এটা অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে লক্ষ লক্ষ উচ্চ শিক্ষিত বেকার শুধু নিষ্ক্রিয় রাষ্ট্র ক্ষমতা যাপনের বাধা-ই নয় — সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জাতির জন্যও বিরাট হুমকি।

এ উপলব্ধিটুকু যত তাড়াতাড়ি হবে দেশ ও জনগণের জন্য ততই মঙ্গল। ●

সাংবাদিক সম্মেলন (বাকী অংশটুকু)

তৎকালীন ভারত, শ্রীলংকা ও চায়নার মতো আমরা কাজ নেবার চেষ্টা করবো। কিন্তু বাংলাদেশ তখন তার কিছুই করতে পারেনি।

এখন চীন সবচেয়ে কম পয়সায় ডাটা এন্ট্রি করে। উক্ত কারণে আন্তর্জাতিক খ্যাতি ঐ তিনটি দেশ অর্জন করেছে। কিন্তু আমরা সেটা করতে ব্যর্থ হয়েছি। কারণ, আমাদের দেশের কমপিউটার বিশেষজ্ঞরা বিদেশে এ ব্যাপারে কিছুই করে নাই। বলা যায় যে, বাংলাদেশ ডাটা এন্ট্রির নৌকা ধরতে ব্যর্থ হয়েছে।

বিপুল পয়সা খরচ করে কমপিউটার পল্লী গড়ার দরকার নেই। ১৯৬০-৯০ এই তিনদশকে যে বিপ্লব হয়েছে সেটা এড়ানোর কোন উপায় নেই। এখানে আমাদের কোন বিকল্প পছন্দ নেই। গার্মেন্টস-এ যেভাবে সস্তাশ্রম আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানী করছে যেভাবেই এটা আমাদের করতে হবে বাঁচার জন্য। বিদেশীরা এখনও ধারণা করে যে, বাংলাদেশ কমপিউটার জানে না। সরকার, প্রবাসী বাংলাদেশীসহ সবাইকে কাজ করে তাদের ঐ ধারণা বদলাতে হবে। আমি নিজে চাকরী বিনিয়োগ কেন্দ্র থেকে ৪ জন টাইপিস্ট এনে একই ধরনের কী-বোর্ড দিয়ে টাইম এণ্ড মোশন দেখেছি। তারা সফল এ জন্য এখন দরকার বায়িং হাউস। সেখান থেকে কাজ এদেশে গার্মেন্টস এর মতো এবং এখানে কাজ হবে। এ জন্য কোন কমিটি হলে তাতে অবশ্যই অভিজ্ঞ লোক রাখতে হবে। বাই পোষ্ট লোক রেখে কোন উপকার হবে না। তা হলে ২/১ টি পল্লী গড়তে হবে না, প্রয়োজনই শত শত পল্লী গড়বে।

আফতাব-উল ইসলাম
এনসিআর, ঢাকা।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ শমসের আলী, ডঃ কাজী আবদুল ফাত্তাহ্, ডঃ মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, ডঃ শাহিদা রফিক, ডঃ কে, এস, রব্বানী, বুয়েটের ডঃ সৈয়দ মাহবুবুর রহমান এবং বিশিষ্ট কমপিউটার ব্যক্তিত্ব সর্ব জনাব এম, এন, ইসলাম। সাফকাত হায়দার, শাহজামান মজুমদার প্রমুখ। এদের সবাইকে উক্ত সাংবাদিক সম্মেলন সফল করার জন্য **কমপিউটার জগৎ**-এর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানানো হচ্ছে। ●

COMPUTER TRAINING CENTRE

BEST

The best of the best

Bangladesh Electronic & Software Technology

Class Start From :
Class Time : 9.00 a.m To 9.00 p m.
Class Duration : 2 Hours/ 3 Days per Week

Package

Course Name	Duration
Word Processing	
Wordstar 4.0	6 Weeks
Word Perfect 5.0	6 Weeks
Formtool	3 Weeks
Multimate	6 Weeks
Spreadsheet Analysis	
LOTUS 1-2-3	6 Weeks
ADV-LOTUS 1-2-3	6 Weeks
DACEASY	6 Weeks
PEACH TREE	6 Weeks
DataBase Management	
dBASE III Plus	6 Weeks
Advanced Database	6 Weeks
Language	
Software Techniques & Program in BASIC	8 Weeks
Programming in FOR -TRAN	8 Weeks
Data Structure & Programming in Pascal	8 Weeks

146/5 Green Road . (1st Floor Dhaka-1215 Bangladesh.
Telex : 32244 SVE BJ. 642888 BMBL BJ Fax : 880-2-883452